ইসলামী নৈতিকতা

الأخلاق في الإسلام – اللغة البنغالية

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في الزلفي
Tel: 966 164234466 - Fax: 966 164234477

الأخلاق في الإسلام

أعده وترجمه إلى اللغة البنغالية:

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالزلفي

الطبعة الخامسة: ١٤٤٦/٠٧ هـ

ⓒ شعبة توعية الجاليات بالزلفي، ١٤٢١هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

شعبة توعية الجاليات (بالزلفي)

الأخلاق – بنغالي / الزلفي

٣٢ ص؛ ١٢ × ١٧ سم

ردمك : ١-٩٩-٨٦٣-٩٩٦٠

(النص باللغة البنغالية)

١-الأخلاق الإسلامية أ. العنوان

ديوي ٢١٢ ١٤٢١/٤٣٧١

رقم الإيداع : ١٤٢١/٤٣٧١

ردمك : ١-٩٩-٨٦٣-٩٩٦٠

الأخلاق في الإسلام

ইসলামী নৈতিকতা

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য। দরূদ ও সালাম অবতীর্ণ হোক তাঁর রাসূল-ﷺ-এর উপর। আমরা সেই আল্লাহর প্রশংসা করি, যিনি ইসলামের মত সম্পদ দিয়ে আমাদের প্রতি বড় অনুগ্রহ করছেন। আর আমাদেরকে উত্তম চরিত্রে চরিত্রবান হওয়ার প্রতি অনুপ্রাণিত করছেন এবং এর জন্য অঢেল নেকী দেওয়ার কথাও উল্লেখ করছেন। সুন্দর চরিত্র হলো, সৎলোক এবং নবী ও রাসূলদের গুণসমূহের এমন এক বিশেষ গুণ, যে গুণ মানুষের মর্যাদাকে বাড়িয়ে দেয়। মহান আল্লাহ তাঁর নবী মুহাম্মাদ-ﷺ-এর সমূহ চারিত্রিক উৎকর্ষকে কুরআনের একটি আয়াতে এইভাবে একত্রিত করে দিয়েছেন যে,

﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ [القلم ٤]

"অবশ্যই তুমি মহান চরিত্রের অধিকারী।" (সূরা কালাম ৪)

উত্তম চরিত্র পারস্পরিক প্রেম-প্রীতি ও ভালোবাসার জন্ম দেয়। আর নোংরা ব্যবহার ও জঘন্য চরিত্র পারস্পরিক বিদ্বেষ ও হিংসা-বিবাদ সৃষ্টিক করে। যার চরিত্র উত্তম, সে দুনিয়া ও আখেরাতে সর্বত্র সুফল লাভে ধন্য হয়। কেননা, আল্লাহ তার মধ্যে তাকওয়া ও মহৎচরিত্র উভয় গুণকে একত্রিত করে দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((أَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الجَنَّةَ تَقْوَى اللهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ)) [الترمذي والحاكم]

“সব থেকে অধিকহারে যে জিনিসটি লোকদর জান্নাতে প্রবেশ করাবে, তা হলো, আল্লাহভীতি ও উত্তম নৈতিকতা।” (তিরমিযী-হাকিম, হাদীসটি হাসান) আর উত্তম চরিত্র হলো, হাস্যময় হওয়া, সুন্দর ব্যবহার প্রদর্শন করা, কোনো মানুষকে কষ্ট না দেওয়া, কথা-বার্তা ভালো বলা, রাগ দমন ও গোপন করা। কষ্ট সহ্য করা। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الأَخْلاَقِ)) [أحمد والبيهقي]

“আমি প্রেরিত হয়েছি উন্নত নৈতিকতার শিক্ষা দানের জন্য।” (আহমদ -বায়হাকী) আর তিনি আবূ হুরাইরা-ﷺ-কে এই বলে অসীয়ত করলেন যে, হে আবূ হুরাইরা! সুন্দর চরিত্র অবলম্বন করো। আবূ হুরাইরা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! সুন্দর চরিত্র কি? তিনি-ﷺ-বললেন,

((تَصِلُ مَنْ قَطَعَكَ، وَتَعْفُوْ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، وَتُعْطِي مَنْ حَرَمَكَ)) [البيهقي]

“যে সম্পর্ক ছিন্ন করে, তুমি তা জোড়ার চেষ্টা করো। যে তোমার উপর যুলুম করে, তুমি তাকে ক্ষমা করো। আর যে তোমাকে বঞ্চিত করে, তুমি তাকে দাও।” (বায়হাকী) প্রিয় মুসলিম ভায়েরা! লক্ষ্য করুন, প্রশংসিত এই বৈশিষ্ট্যের কত বড় প্রভাব এবং কত অজস্র নেকী। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেন,

((إِنَّ الرَّجُلَ لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ الْخُلُقِ دَرَجَةَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ)) [أحمد]

“নিশ্চয় মানুষ মহৎচরিত্রের গুণে রাত জেগে ইবাদতকারী রোযাদারের

মর্যাদা পায়।" (আহমদ) অনুরূপ তিনি মহৎচরিত্রকে ঈমান পূর্ণকারী বিষয়ের মধ্যে গণনা করছেন। তিনি-ﷺ-বলেছেন,

((أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا)) [الترمذي]

"মুমিনগণের মধ্যে পরিপূর্ণ ঈমানের অধিকারী তো সেই ব্যক্তি, যার চরিত্র সবার চেয়ে উন্নত।" (তিরমিযী, হাদীসটি সহীহ)

প্রিয় ভায়েরা! রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর নিম্নের বাণীটির প্রতি খেয়াল করুন। তিনি বলেছেন,

((أحبُّ النَّاسِ إِلَى اللهِ أَنْفَعُهُمْ، وَأَحَبُّ الأَعْمَالِ إِلى اللهِ سُرُوْرٌ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ، أَوْ تَكْشِفُ عَنْهُ كُرْبَةً، أَوْ تَقْضِي دَيْناً، أَوْ تَطْرُدُ جَوْعاً، وَلأَنْ أَمْشِيَ مَعَ أَخِي الْمُسْلِمِ فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي المَسْجِدِ شَهْرًا)) [الطبراني]

"মানুষের মধ্যে সেই আল্লাহর নিকট সব চেয়ে বেশ প্রিয়, যে মানুষের উপকার বেশি করে। আর আল্লাহর নিকট সব চেয়ে উত্তম কাজ হলো, এমন আনন্দ যা তুমি কোন মুসলিমোর অন্তরে প্রবেশ ঢুকিয়ে দাও কিংবা তার কোন কষ্ট দূর করে দাও অথবা তার ঋণ পরিশোধ করে দাও বা তার ক্ষুধা নিবারণ করো। আমি যদি আমার কোন মুসলিম ভায়ের প্রয়োজন পূরণের জন্য যাই, তাহলে এটা আমার নিকট মসজিদে এক মাস এতেকাফ করার থেকেও শ্রেয়।" (তাবরানী) মুসলিম ভাই! সহজ সরল ও নরম বাক্যালাপেও তোমার নেকী হয় এবং তা তোমার

জন্য তা সাদক্বায় পরিণত হয়। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((الكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ)) [متفق عليه]

"সুন্দর বাক্য তোমার জন্য সাদক্বায় পরিণত হয়।" (বুখারী ২৯৮৯ –মুসলিম ১০০৯) আর এ সব এই জন্য যে, সুন্দর বাক্যের দ্বারা ভাল প্রভাব গড়ে। এটা মানুষের অন্তরকে জোড়ে এবং এর দ্বারা পারস্পরিক ভালবাসা সৃষ্টি হয়। হিংসা-বিদ্বেষ দূরীভূত হয়।

উত্তম চরিত্রে চরিত্রবান হওয়ার প্রতি এবং কষ্টের সময় সহ্য করার প্রতি উৎসাহ দানকারী রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর উপদেশাবলীর সংখ্যা অনেক। তন্মধ্যে তাঁর এই বাণী,

((اتَّقِ اللهَ حَيْثُمَا كُنْتَ، وَأَتْبِعْ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ)) [الترمذي]

"সর্বত্র আল্লাহকে ভয় করো, মন্দ ও অসৎ কাজ হয়ে গেলে, সৎকাজ করো, তা পাপকে মুছে দিবে। আর মানুষের সাথে সদাচারণ করো।" (তিরমিযী, হাদীসটিকে হাসান) সর্বত্র ও সব সময় সৎচরিত্রতা অবলম্বন করা মুসলিমদের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই চরিত্র তাকে মানুষের নিকট প্রিয় পাত্র করে তুলে। প্রত্যেক পথে ও প্রত্যেক স্থানে তাকে মানুষের অতি নিকটে করে দেয়। এমন কি মানুষ তার স্ত্রীর মুখে যে লোকমা তুলে দেয়, তার দরুন সে নেকী পায়, এ কথাও ইসলাম তুলে ধরেছে।

রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((وَإِنَّكَ مَهْمَا أَنْفَقْتَ مِنْ نَفَقَةٍ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ حَتَّى اللُّقْمَةُ الَّتِي تَرْفَعُهَا إِلَى فِي امْرأتِك)) [البخاري ٢٧٨٢]

"তুমি যা কিছু (আল্লাহর পথে) ব্যয় করো, সবই সাদক্বায় পরিণত হয়। এমন কি যে লোকমা তোমার স্ত্রীর মুখে তুলে দাও, তাও।" (বুখারী)

প্রিয় ভায়েরা! মু'মিনরা আপসে ভাই ভাই। তাই প্রত্যেক মুসলিমের জন্য অত্যাবশ্যক হলো, সে নিজের জন্য যা ভালবাসবে, তা তার অন্য মুসলিম ভাইয়ের জন্যও ভালবাসবে। লক্ষ্য করে দেখুন, আপনি কী ভালবাসেন, সেটা আপনার অন্য ভায়ের জন্যও পেশ করুন। আর আপনি যা অপছন্দ করেন, তা তার থেকে দূরে রাখুন। খবরদার! যে ব্যক্তি আল্লাহকে প্রভু বলে, ইসলামকে দ্বীন হিসাবে এবং মুহাম্মাদ-ﷺ-কে নবী বলে বিশ্বাস করেছে, তাকে ঘৃণা করবে না। কারণ, নবী করীম-ﷺ-এ থেকে সতর্ক করেছেন। যেমন, তিনি বলেন,

((بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنْ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ)) [مسلم ٢٥٦٤]

"কোনো মুসলিম ভাইকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখা পাপ ও অন্যায় বলে পরিগণিত হওয়াতে যথেষ্ট।" (মুসলিম ২৫৬৪) প্রিয় ভাই! পথ খুবই সহজ। ইবাদতটি খুবই আসান। আল্লাহর রাসূল-ﷺ-আবুদ্দারদা-رضي الله عنه-কে লক্ষ্য ক'রে বললেন,

((أَلاَ أَدُلُّكَ عَلَى أَيْسَرِ الْعِبَادَاتِ وَأَهْوَنِهَا-أخفها- عَلَى الْبَدَنِ؟ قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ بَلَى يَارَسُوْلَ الله! فَقَالَ: ((عَلَيْكَ بِالصُّمْتِ، وَحُسْنُ الْخُلُقِ فَإِنَّكَ لَنْ تَعْمَلَ مِثْلَهَا))

"তোমাকে কি ইবাদতসমূহের মধ্যে সহজ ও শারীরিক দিক দিয়ে আরামদায়ক ইবাদতের কথা বলে দেবো না? আবূদ্দারদা বললেন, অবশ্যই বলুন, হে আল্লাহর রাসূল! তখন তিনি বললেন, "তুমি নীরবতা অবলম্বন করবে এবং সদাচারণ করবে। কারণ, এর থেকে (সুন্দর) কাজ তুমি কখনাই করতে পারবে না।" মু'মিন সৎচরিত্রের গুণে রাত জেগে ইবাদতকারী রোযাদার মু'মিনের সমান নেকী পায়। যেমন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন،

((إِنَّ الرَّجُلَ لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ الْخُلُقِ دَرَجَةَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ)) [أحمد]

"নিশ্চয় মানুষ মহৎচরিত্রের গুণে রাত জেগে ইবাদতকারী রোযাদারের মর্যাদা পায়।" (আহমদ) আর এই জন্য সম্মানী সাহাবী আবূদ্দারদা-ﷺ-বলতেন,

((إِنَّ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ يُحْسِنُ خُلُقَهُ يُدْخِلُهُ حُسْنُ خُلُقِهِ الْجَنَّةَ، وَيُسِيْءُ خُلُقَهُ حَتَّى يُدْخِلَهُ سُوْءُ خُلُقِهِ النَّارَ)) [البيهقي]

"অবশ্যই যে মুসলিম বান্দা তার চরিত্রকে উন্নত করবে, তার এই উন্নত চরিত্র তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে। আর যে তার চরিত্রকে

নোংরা করবে, তার এই নোংরা চরিত্র তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবে।" (বায়হাক্বী)

সুন্দর চরিত্রের নিদর্শন

মহৎচরিত্রের নিদর্শনসমূহকে বিশেষ কয়েক ধরনের গুণের মধ্যে একত্রিত করে দেওয়া হয়েছে। যেমন, মানুষের অত্যধিক লজ্জাশীল হওয়া, কাউকে কষ্ট না দেওয়া, খুব বেশী সংশোধন প্রিয় হওয়া, সত্যবাদী হওয়া, কথা কম বলা, আমল বেশী করা, ভুল-ত্রুটি কম করা, অনর্থক কথা না বলা, নেক ও সৎ হওয়া, ধৈর্যশালী ও কৃতজ্ঞ হওয়া, অতিশয় তুষ্ট ও সহিষ্ণু হওয়া, কোমল, নরম ও স্বচ্ছ অন্তরের মালিক হওয়া, অভিসম্পাতকারী, অশ্লীল ও অসভ্য (চোয়াড়), চুগল-খোর এবং পরচর্চাকারী না হওয়া, দ্রুততা প্রিয়, বিদ্বেষী, কৃপণ এবং হিংসুক না হওয়া, হাস্যমুখ, নরম ও মোলায়েম প্রকৃতির মানুষ হওয়া, আল্লাহর নিমিত্ত ভালবাসা, আল্লাহর নিমিত্ত সন্তুষ্ট থাকা এবং তাঁরই নিমিত্ত অসন্তুষ্ট হওয়া।

মহৎচরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি মানুষ কর্তৃক প্রদত্ত কষ্ট সহ্য করে। সব সময় মানুষের ভুল-ত্রুটির জন্য অজুহাত খোঁজে। তাদের ভুল-ত্রুটির পিছনে পড়া থেকে এবং খুঁজে খুঁজে তাদের দোষ বের করা থেকে নিজেকে বিরত রাখতে খুবই আগ্রহী থাকে। মু'মিন কোন অবস্থাতেই নোংরা ও জঘন্য চরিত্রের অধিকারী হতে পারে না। নবী করীম-ﷺ-

বহু স্থানে উত্তম চরিত্রের গুরুত্ব সম্পর্কে তাগিদ করছেন এবং উন্নত চরিত্রে বিভূষিত ব্যক্তি যে প্রচুর নেকী লাভ করে, সে কথারও উল্লেখ করছেন। উসামা ইবনে শারীক-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন،

((كُنَّا جُلُوْساً عِنْدَ رَسُوْلِ الله-ﷺ-إِذْ جَاءَهُ أُنَاسٌ فَقَالُوْا: مَنْ أَحَبُّ عِبَادِ الله إِلَى الله-تعالى؟ قَالَ: أَحْسَنُهُمْ أَخْلاَقاً)) [الطبراني]

"একদা আমরা রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর নিকট বসে ছিলাম। সহসা তাঁর নিকট কিছু মানুষ উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলো যে, বান্দাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সব থেকে প্রিয় কে? তিনি বললেন, "যার চরিত্র সব থেকে উন্নত।" (তাবরানী) আর আব্দুল্লাহ ইবনে উমার-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন,

((أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالُوْا: نَعم يَارَسُوْلَ الله! قَالَ: أَحْسَنُكُمْ خُلُقًا)) [أحمد]

"তেমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয় এবং কিয়ামতে আমার অতি নিকটে থাকবে, তার ব্যাপারে কি তোমাদের জানাবো না? সাহাবাগণ বললেন, হ্যাঁ, বলুন, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন, সে হলো ঐ ব্যক্তি, যার চরিত্র তোমাদের সবার থেকে উন্নত।" (আহমদ) তিনি আরো বলেন،

((مَا مِنْ شَيْءٍ أَثْقَلُ فِي مِيزَانِ العَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ خُلُقٍ حَسَنٍ)) [أحمد والترمذي]

“কিয়ামতের দিন বান্দার হিসাবের দাঁড়িপাল্লায় সচ্চরিত্রতার থেকে কোনো জিনিস বেশি ভারী হবে না।” (আহমদ, তিরমিযী)

রাসূল-ﷺ-এর চরিত্র

রাসূলুল্লাহ-ﷺ-তাঁর সাহাবীদের জন্য অনুপম চরিত্রের সুমহান দৃষ্টান্ত ছিলেন। তিনি এরই প্রতি সকলকে আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি সাহাবীদের মধ্যে নির্দেশ ও নসীহত দ্বারা চারিত্রিক উৎকর্ষ সৃষ্টি করার পূর্বে স্বীয় উৎকৃষ্ট নৈতিকতার দ্বারা এর বীজ বপন করতেন। তাই তো আনাস-رضي الله عنه-বলেন،

((خَدَمْتُ رَسُولَ الله-ﷺ-عَشْرَ سِنِينَ، وَالله مَا قَالَ لِي أُفًّا قَطُّ وَلَا قَالَ لِي لِشَيْءٍ: لِمَ فَعَلْتَ كَذَا؟ وَهَلَّا فَعَلْتَ كَذَا ؟)) [المسلم ٢٣٠٩]

“আমি দশ বছর নবী করীম-ﷺ-এর খেদমত করেছি। আল্লাহর শপথ! কখনো আমাকে ‘উঃ’ পর্যন্ত বলেননি। আর না কোনো দিন কোনো কাজের জন্য বলেছেন, এরকম কেন করলে? বা এরকম কেন করলে না?” (মুসলিম ২৩০৯) অন্য এক হাদীস আনাস থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন،

((كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ الله-ﷺ-وَعَلَيْهِ بُرْدٌ غَلِيظُ الْحَاشِيَةِ، فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابِيٌّ فَجَبَذَهُ جَبْذَةً شَدِيدَةً، حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى صَفْحَةِ عَاتِقِ رَسُولِ الله-ﷺ-قَدْ أَثَّرَتْ بِهَا حَاشِيَةُ الْبُرْدِ مِنْ شِدَّةِ جَبْذَتِهِ، ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ مُرْ لِي مِنْ مَالِ الله

الَّذِي عِنْدَكَ، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ-ﷺ-ثُمَّ ضَحِكَ، ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِعَطَاءٍ)) [البخاري ومسلم]

"আমি রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর সাথে যাচ্ছিলাম। তাঁর গায়ে ছিল একটি চাদর। চাদরের উভয় পাশ ছিল বেশ পুরু। এক গ্রাম্য লোক তাঁকে পেয়ে বসলো। সে তাঁর চাদরটিকে ধরে ভীষণ জোরে টান দিল। আমি লক্ষ্য দেখলাম, নবী করীম-ﷺ-এর ঘাড়ের পার্শ্বদেশে সজোরে চাদর টানার দরুন চাদরের পাড়ের দাগ লেগে রয়েছে। অতঃপর লোকটি বলল, হে মুহাম্মাদ! তোমার নিকট আল্লাহর দেওয়া যে মাল-সম্পদ তার থেকে আমাকে কিছু দেওয়ার ব্যবস্থা করুন। তিনি লোকটির প্রতি তাকিয়ে হেসে দিলেন। তারপর তাকে কিছু দিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন।" (বুখারী ৫৮০৯-মুসলিম ১০৫৭) আর আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-ঘরে করেন? তিনি বললেন,

((كَانَ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ فَإِذَا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ)) [البخاري٦٧٦]

"তিনি ঘরে থাকাকালীন গৃহস্থালির কাজ করতেন। (অর্থাৎ, তাঁর স্ত্রীর কাজে সহযোগিতা করতেন)। অতঃপর যখন নামাযের সময় হতো, তখন নামাযের জন্য চলে যেতেন।" (মুসলিম ৬৭৬) আব্দুল্লাহ ইবনে হারেস-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন،

((مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَكْثَرَ تَبَسُّمًا مِنْ رَسُولِ اللهِ-ﷺ-) [الترمذي]

“আমি রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর থেকে বেশি স্নিগ্ধ হাসতে অন্য কাউকে দেখিনি।” (তিরমিযী)

রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর উৎকৃষ্ট চরিত্রের ব্যাপারে একথা প্রসিদ্ধ যে, তিনি অত্যধিক দানবীর ছিলেন। কোন জিনিসের ব্যাপারে কৃপণতা করেননি। তিনি এমন নির্ভীক ছিলেন যে, হক্কের ব্যাপারে অনড় থাকতেন। তিনি এমন ন্যায়পরায়ণ ছিলেন যে, কখনো কোনো অবিচার করেননি। তাঁর জীবনই ছিল সত্যবাদিতা ও বিশ্বস্ততায় ভরপুর। জাবির-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

((مَا سُئِلَ النَّبِيُّ -ﷺ- عَنْ شَيْءٍ قَطُّ فَقَالَ: لَا)) [البخاري ٦٠٣٤]

“রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর নিকট কখনো কোনো জিনিস চাওয়া হলে, তিনি না করেননি।” (বুখারী ৬০৩৪) তিনি তাঁর সাহাবীদের সাথে হাসি ঠাট্টা করতেন। তাঁদের সংসর্গে থাকতেন। তাঁদের সন্তানদের সাথে কৌতুক করতেন। শিশুদের কোলে নিতেন। দাওয়াত কবুল করতেন। অসুস্থ লোককে দেখত যেতেন। অজুহাত পেশকারীর অজুহাত কবুল করতেন।

তিনি তাঁর সাহাবীদেরকে তাঁদের নিকট প্রিয় নামেই ডাকতেন। কোনো ব্যক্তির কথা কাটতেন না। আবূ ক্বাতাদা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন নবী করীম-ﷺ-এর নিকট নাজ্জাসীর লোকজন আসে, তখন তিনি তাদের সেবার জন্য দাঁড়িয়ে যান। সাহাবীরা বললেন, আমরা আপনার পক্ষ থেকে যথেষ্ট। তিনি বললেন, “এঁরা আমার সাহাবীদের

বড় সম্মান করেছেন। অতএব তার প্রতিদান আমি নিজে দেওয়াই ভালোবাসি।" তিনি বলেন, "আমি তো একজন বান্দামাত্র। তাই আমি সেইভাবেই খাই, যেভাবে বান্দার খাওয়া উচিত। আর ঐভাবেই বসি, যেভাবে বান্দার বসা উচিত।" তিনি গাধায় আরোহণ করতেন। অভাবীদের দেখতে যেতেন। দরিদ্রদের সাথে উঠা-বসা করতেন।

সত্যবাদিতা

মুসলিম তার প্রভুর সাথে, সকল মানুষের সাথে এবং অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে সততার পরিচয় দেয়। সে তাঁর কথা ও কাজে সত্যবাদী হয়। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اتَّقُوْا اللهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصَّادِقِيْنَ ﴾ [التوبة ١٩]

"হে ঈমানদারগণ, আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সাথে থাকো।" (সূরা তাওবা ১৯) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ،

((مَا كَانَ خُلُقٌ أَبْغَضَ إِلَى رَسُولِ الله -ﷺ- مِنْ الْكَذِبِ)) الترمذي و أحمد

"মিথ্যার অপেক্ষা অন্য কোনো অভ্যাস রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর নিকট অধিক ঘৃণিত ছিলো না।" (তিরমিযী, আহমদ, হাদীসটি সহীহ) আর যখন রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হলো،

((أَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ جَبَانًا؟ فَقَالَ نَعَمْ، فَقِيلَ لَهُ: أَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ بَخِيلًا؟ فَقَالَ:

نَعَمْ، فَقِيلَ لَهُ: أَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ كَذَّابًا؟ فَقَالَ: لَا)) [رواه مالك]

"মু'মিন কি ভীতু হয়? তিনি বললেন, হ্যাঁ। জিজ্ঞাসা করা হলো, মু'মিন কি কৃপণ হয়? বললেন, হ্যাঁ। জিজ্ঞাসা করা হলো, মু'মিন কি মিথ্যুক হয়? বললেন, না।" (মুআত্তা ইমাম মালিক) আর দ্বীনের ব্যাপারে মিথ্যা বলা সব থেকে নিকৃষ্টতম অপরাধ। এটা সমূহ মিথ্যার মধ্যে সব থেকে জঘন্যতম মিথ্যা, যার পরিণতি জাহান্নাম। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন،

((وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ)) [البخاري ١١٠]

"যে ব্যক্তি জেনেশুনে আমার উপর মিথ্যা গড়ে সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে বানিয়ে নেয়।" (বুখারী ১১০) ইসলাম অমাদেরকে আমাদের ছোটদের অন্তরে সততার বীজ বপন করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছে। যাতে তারা সততার উপর গড়ে উঠে। আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((مَنْ قَالَ لِصَبِيٍّ: تَعَالَ، هَاكَ، ثُمَّ لَمْ يُعْطِهِ فَهِيَ كَذْبَةٌ)) أحمد

"যে ব্যক্তি কোন শিশুকে বলল, এসো, নাও। অতঃপর যদি তাকে না দেয়, তাহলে এটাও মিথ্যায় পরিণত হবে।" (আহমদ) অনুরূপ রাসূলুল্লাহ-ﷺ-তাঁর উম্মতকে মিথ্যা থেকে বাঁচার জন্য তাগিদ করছেন, যদিও তা ঠাট্টাচ্ছলে হয়, আর তিনি তার জন্য জান্নাতের মধ্যেকার

একটি ঘরের যামিন হয়েছেন, যে ঠাট্টাচ্ছলে হলেও মিথ্যা পরিহার করে। তিনি বলেছেন,

((أَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا))

[أبوداود]

"আমি তার জন্য জান্নাতের মধ্যেকার একটি ঘরের যামিন হলাম, যে ঠাট্টাচ্ছলে হলেও মিথ্যা ত্যাগ কর।" (আবূ দাউদ, হাদীসটি হাসান) ব্যবসায়ী তার দ্রব্যাদি বিক্রয় করার ব্যাপারে কখনো মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে থাকে। তাই রাসূলুল্লাহ-ﷺ-তাকেও মিথ্যা থেকে সতর্ক করছেন। তিনি বলেন:

((لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يَبِيعُ سِلْعَةً يَعْلَمُ أَنَّ بِهَا دَاءً (يعني عيب) إِلَّا أَخْبَرَهُ))

[البخاري]

"কোনো মুসলিমের জন্য তার দোষযুক্ত দ্রব্যাদি জেনেশুনে বিক্রয় করা বৈধ নয়, যদি সে দোষ সম্পর্কে অবহিত না করিয়ে দেয়।" (বুখারী)

আমানত

ইসলাম তার অনুসারীদের আমানতসমূহকে তার প্রাপকদের নিকট পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশ দেয়। আর মানুষ ছোট-বড় যে কাজই সম্পাদন করে, সে সমস্ত কাজে তাদেরকে স্বীয় প্রতিপালককে পর্যবেক্ষণ বলে মনে রাখারও নির্দেশ দেয়। মুসলিম তার উপর আল্লাহ কর্তৃক অর্পিত

ওয়াজিব কাজ আদায়ে এবং মানুষের সাথে জড়িত কারবারে বিশ্বস্ততার প্রমাণ দিবে। আর মানুষের উপর অর্পিত দায়িত্বকে সুন্দরভাবে আদায় করতে আগ্রহী হওয়ার নামই হলো আমানত। আল্লাহ তা'য়লা বলনে,

﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ [النساء ٥٨]

"নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, আমানত তার মালিককে প্রত্যর্পণ করবে। আর যখন তোমরা মানুষের মধ্যে বিচার-কার্য পরিচালনা করবে, তখন ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচার করবে।" (সূরা নিসা ৫৮) রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((لاَ إِيْمَانَ لِمَنْ لاَ أَمَانَةَ لَهُ)) [أحمد]

"আমানত লোপ পাওয়া ব্যক্তির ঈমানও থাকে না।" (আহমদ) আর হেফাযতের জন্য রক্ষিত বস্তুই শুধু যে আমানত-যেমন অনেকেই মনে করে-তা নয়, বরং আমানতের অর্থ আরো সম্প্রসারিত। আমানত আদায় করার অর্থ হলো, মানুষ তার উপর অর্পিত দ্বীন ও দুনিয়া সম্পর্কীয় সকল কাজে বিশ্বস্ততার পরিচয় দিবে।

নম্রতা

মুসলিম লাঞ্ছনাবিহীন স্থানে বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন করবে। মুসলিমের দাম্ভিক ও অহঙ্কারী হওয়া কখনোই উচিত নয়। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الشعراء:٢١٥]

"এবং তোমার অনুসারী মু'মিনদের প্রতি তুমি সদয় হও।" (সূরা শুআরা ২১৫) রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((مَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ إِلاَّ رَفَعَهُ اللهُ)) [مسلم ٢٥٨٨]

"যখনই কোনো ব্যক্তি আল্লাহর নিমিত্ত বিনয় হয়, আল্লাহ তার মর্যাদা-সম্মান বৃদ্ধি করে দেন।" (মুসলিম ২৫৮৮) তিনি আরো বলেন,

((إِنَّ اللهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لَا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ وَلَا يَبْغِ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ)) [مسلم ٢٨٦٥]

"আল্লাহ আমার নিকট ওহী পাঠিয়েছেন যে, তোমরা একে অপরের জন্য বিনয় ও নম্র হবে। তোমাদের কেউ কারো উপর অহঙ্কার ও গর্ব করবে না এবং একজন আরেক জনের উপর বাড়াবাড়ি করবে না।" (মুসলিম ২৮৬৫)

নম্রতার পরিচয় হলো

ফকীর-মিসকীনদের সাথে উঠা-বসা করা। নিজেকে তাদের ঊর্ধ্বে না ভাবা। মানুষের সাথে সহাস্যে মেলা-মেশা করা। নিজেকে অন্য মানুষের থেকে উত্তম মনে না করা। সমস্ত উম্মতের নবী মুহাম্মাদ-ﷺ-নিজ হাতে ঘরে ঝাড়ু দিতেন। ছাগলের দুধ দোয়াতেন। কাপড়ে তালি লাগাতেন। স্বীয় খাদেমের সাথে আহার করতেন। বাজার থেকে প্রয়োজনীয় জিনিস

নিজে কিনে আনতেন। ছোট-বড়, ধনী-গরীব সকলের সাথে মুসাফা করতেন।

লজ্জাবোধ

লজ্জা ঈমানের শাখা-প্রশাখার একটি শাখা। আর লজ্জা ভাল ব্যতীত অন্য কিছুই বয়ে আনে না। আর এ কথা রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হাদীসে বলেছেন। আর শ্রেষ্ঠ এই সৃষ্টির মধ্যে মুসলিমদের জন্য উত্তম নমুনা হলো, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-। তিনি ছিলেন সর্বাধিক লজ্জাশীল ব্যক্তি। আবূ সাঈদ খুদরী-رضي الله عنه-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

((فَإِذَا رَأَى شَيْئًا يَكْرَهُهُ عَرَفْنَاهُ فِي وَجْهِهِ)) [البخاري ٦١٠٢]

"রাসূলুল্লাহ-ﷺ-যখন কোনো কিছুকে অপছন্দ করতেন, আমরা তাঁর মুখমন্ডল থেকেই তা বুঝে নিতাম।" (বুখারী৬১২০) তবে মুসলিমের লজ্জা যেন হক্ব বা সত্য কথা বলতে অথবা জ্ঞানার্জনে, কিংবা ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ প্রদানে তার কোনো অন্তরায় সৃষ্টি না কর। যেমন উম্মে সুলাইম (রাযিয়াল্লাহু আনহা)র লজ্জা তার জন্য (সত্যের ব্যাপারে) বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। তিনি বলেছিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ তো হক্কের ব্যাপারে লজ্জা করেন না। তাই বলি, মহিলার যদি স্বপ্নদোষ হয়, তবে তার উপর কি গোসল ওয়াজিব হবে? তিনি বললেন, "হ্যাঁ, যদি বীর্য বা ভিজে দেখে।" (বুখারী) তবে হ্যাঁ, লজ্জা মানুষকে অন্যায়-অনাচার কাজ থেকে, তার উপর অর্পিত দায়িত্ব

পালনে অবহেলা করা থেকে, মানুষের গোপনীয় দোষ প্রকাশ করা থেকে এবং তাদের সাথে মন্দ ব্যবহার করা থেকে বাধা দিবে।

আল্লাহকে লজ্জা করা হলো, সর্বোত্তম লজ্জা। কাজেই মু'মিন তার স্রষ্টা স্রষ্টার এবং বহু সম্পদ দিয়ে তার প্রতি অনুগ্রহকারী আল্লাহর আনুগত্যে অবহেলা করতে এবং তাঁর নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন না করার ব্যাপারে লজ্জাবোধ করবে। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((فَاللهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ مِنَ النَّاسِ)) [البخاري]

"আল্লাহ মানুষের চেয়ে বেশী অধিকার রাখেন যে তাঁকে লজ্জা করা হোক।" (বুখারী)

মন্দ চরিত্র

যুলুম করাঃ যে প্রকৃত মুসলিম, সে কারো উপর যুলুম করে না। কারণ, যুলুম করা ইসলামে হারাম। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَاباً كَبِيراً﴾ [الفرقان ١٩]

"তোমাদের মধ্যে যে অত্যাচারী, আমি তাকে গুরুতর শাস্তি আস্বাদন করাবো।" (সূরা ফুরকানঃ১৯) হাদীসে কুদসীতে বর্ণিত, মহান আল্লাহ বলেন,

((يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا)) [مسلم]

"হে আমার বান্দারা! আমি অত্যাচারকে আমার নিজের জন্য হারাম করে দিয়েছি এবং আমি তা তোমাদের মাঝেও হারাম করলাম। সুতরাং তোমরাও একে অপরের প্রতি অত্যাচার করো না।" (মুসলিম ২৫৭৭)
আর যুলুম তিন প্রকারের হয়। যেমন,
১। বান্দার তার প্রতিপালকের প্রতি যুলুম করা। আর এটা হয় তাঁর কুফরি করে। যেমন তিনি বলেন,

﴿ وَالْكَافِرُوْنَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ ﴾ [البقرة ٢٥٤]

"যারা কুফরি করেছে, তারাই বড় অত্যাচারী।" (সূরা বাক্বারা ২৫৪)
আল্লাহর ইবাদতে কাউকে শরীক করলেও তাঁর উপর যুলুম করা হয়। অর্থাৎ, ইবাদতের কোনো কিছুকে গায়রুল্লার নামে সম্পাদন করা। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ [لقمان ١٣]

"শির্ক হলো সব থেকে বড় যুলুমের কাজ।" (সূরা লুক্বমান ১৩)
২। সৃষ্টির অন্য কারো সাথে মানুষের যুলুম করা। আর এটা হয় অন্যায়-ভাবে তার সম্ভ্রম লুটে, কিংবা শারীরিক ও মাল-ধনের ব্যাপারে কোনো কষ্ট দিয়ে। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ)) [مسلم ٢٥٦٤]

"প্রত্যেক মুসলিমের উপর তার অন্য ভায়ের রক্ত, মাল-ধন এবং মান-মর্যাদা হারাম।" (মুসলিম ২৫৬৪) তিনি আরো বলেছেন,

((مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ لِأَخِيهِ من عرض أو شيء فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ اليَوْم مِنْ قَبْلِ أن لاَ يَكُوْنَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ، إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ بِقَدْرِ مَظْلِمَتِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَخِيهِ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ)) [البخاري ٦٥٣٤]

"কোনো ব্যক্তির উপর তার অপর ভায়ের যদি কোন দাবী থাকে, আর তা যদি তার মান-মর্যাদা অথবা অন্য কিছুর যুলুম নির্যাতন সম্পর্কীয় হয়, তবে সে যেন আজই কপর্দকহীন হওয়ার পূর্বেই তার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করে নেয়। অন্যথায় (কিয়ামতের দিন) তার যুলুমের সমপরিমাণ নেকী তার কাছ থেকে নিয়ে নেওয়া হবে। যদি তার নেকী না থাকে, তবে তার প্রতিপক্ষের গোনাহ থেকে যুলুমের সমপরিমাণ তার হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করে দেওয়া হবে।" (বুখারী ৬৫৩৪)

৩। মানুষের তার নিজের উপর যুলুম করা। আর এটা হয় হারাম কাজ সম্পাদন করে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ [البقرة ٥٧]

"তারা (নির্দেশ না মেনে) আমার প্রতি কোন অন্যায় করেনি, বরং তারা নিজেদেরই প্রতি অন্যায় করেছিল।" (সূরা বাক্বারা ৫৭) কাজেই হারাম কাজ করলে ক্ষতি তার নিজেরই হয়। কারণ, তা আল্লাহর শাস্তিকে অবধারিত করে দেয়।

হিংসা

হিংসাও মন্দ চরিত্রের আওতায় পড়ে। এটা ত্যাগ করা প্রত্যেক মুসলিমের অপরিহার্য কর্তব্য। কারণ, এতে আল্লাহ কর্তৃক তাঁর বান্দাদের মধ্যে (ধন-সম্পদ ও মান-মর্যাদা ইত্যাদি) বন্টনের উপর অভিযোগ উত্থাপন করা হয়। আল্লাহ তাআ'লা বলেন,

﴿ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ ﴾ [النساء ٥٤]

"তারা অন্যান্য লোকদর প্রতি শুধু এই জন্যই কি হিংসা পোষণ করে যে, আল্লাহ তাদেরকে তাঁর অনুগ্রহ দান করেছেন।" (সূরা নিসা ৫৪) আর হিংসা দুই প্রকারের হয়। যথা,

১। অন্যের ধন-সম্পদের অথবা জ্ঞানের কিংবা রাজত্বের ধ্বংস কামনা করা। যাতে সে তা অর্জন করতে পারে।

২। অন্যের ধন-সম্পদের বিনাশ কামনা করা। তাতে সে তা অর্জন করতে পারুক বা না পারুক। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ أَوْ الْعُشْبَ)) [أبوداود]

"তোমরা হিংসা থেকে বাঁচ। কারণ, হিংসা সমস্ত পুণ্যকে ঐভাবেই খেয়ে নেয়, যেভাবে আগুন কাঠ বা জ্বালানী খেয়ে নেয়।" (আবূ দাউদ) তবে যদি কারো নিকট বিদ্যমান নিয়ামতের ধ্বংস কামনা না ক'রে তা পাওয়ার আশা করা হয়, তাহলে তা হিংসা বলে গণ্য হবে না।

ধোঁকা দেওয়া

প্রত্যেক মুসলিম তার অন্য ভাইদের সুপরামর্শদাতা হবে। কাউকে ধোঁকা দিবে না। বরং সে নিজের জন্য যা ভালবাসে, তা অন্য ভায়ের জন্যও বাসবে। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا)) [مسلم ١٠١]

"যে ধোঁকা দেয়, সে আমার উম্মতের মধ্যেকার নয়।" (মুসলিম ১০১) মুসলিম শরীফের অন্য এক বর্ণনায় এসেছে,

((أَنَّ رَسُولَ الله-ﷺ- مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ (أي: كومة) طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا، فَقَالَ: مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟ قَالَ: أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ الله، قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي)) [مسلم ١٠٢]

"রাসূলুল্লাহ-ﷺ-খাদ্য শস্যের একটি স্তুপের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় তাতে হাত ঢুকিয় দিলেন। তাঁর হাতের আঙ্গুলগুলো ভিজা মনে হলো। তিনি বললেন, হে শস্যের মালিক, একি? সে বললো, বৃষ্টিতে ভিজে গিয়েছে, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন, তাহলে এগুলো উপরে রাখোনি কেন? লোকে দেখেশুনে ক্রয় করত। যে আমাদেরকে ধোঁকা দেয়, সে আমার উম্মতের মধ্যেকার নয়।" (মুসলিম১০২)

অহংকার

কখনো মানুষ তার জ্ঞান নিয়ে অহঙ্কার ও গর্ববোধ করে। জ্ঞান তাকে এমন বানিয়ে দেয় যে, সে নিজেকে সবার ঊর্ধ্বে মনে করে এবং তখন সে অন্য মানুষদের বা জ্ঞানীদের ঘৃণা করে। আবার কখনো মাল নিয়ে গর্ব করে। মালের কারণে নিজেকে সর্বোচ্চ মনে করে। আবার কখনা সে তার শক্তি ও ইবাদত ইত্যাদিকে নিয়ে অহঙ্কার করে। তবে যে প্রকৃত মুসলিম, সে অহঙ্কার করা থেকে নিজেকে বাঁচায় এবং তা থেকে সতর্ক থাকে। আর সে স্মরণ করে যে, ইবলীসকে জান্নাত থেকে বের করে দেওয়ার কারণই ছিল, তার অহংকার। যখন আল্লাহ তাকে আদমকে সেজদা করার নির্দেশ দেন, সে তখন বললো, আমি তো আদমের থেকে উত্তম। কারণ, তুমি আমাকে আগুন থেকে সৃষ্টি করেছ, আর আদমকে মাটি থেকে। ফলে এটাই তার জন্য আল্লাহর রহমত থেকে বিতাড়িত হওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ালো। আর অহংকারের ওষুধ হল, মানুষ সব সময় মনে রাখব যে, জ্ঞান, মাল ও সুস্থতা ইত্যাদি সহ আজ আল্লাহ তাকে যে সম্পদই দিয়েছেন, এ সম্পদগুলো তিনি যে কোন মুহূর্তে ছিনিয়ে নিতে পারেন।

সুন্দর চরিত্র গঠনে সাহায্যকারী কতিপয় উপায়

সন্দেহ নাই যে, অভ্যস্ত স্বভাবকে পরিবর্তন করা মানুষের জন্য বড় কঠিন ও ভারী কাজ। তবে এটা অসম্ভবও নয়। বরং কিছু উপায়-

উপকরণ রয়েছে, যার মাধ্যমে মানুষ তার চরিত্রকে মহৎ ও সুন্দর বানাতে পারে। আর তা হলো নিম্নরূপ,

১। আক্বীদা পরিশুদ্ধ করাঃ আক্বীদার ব্যাপারটা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। আর মানুষের আচার ব্যবহারই হলো, তার চিন্তাধারা, আক্বীদা এবং তার দ্বীনী বিশ্বাসের ফল। তাছাড়া আক্বীদাই হলো ঈমান। আর মু'মিনদের মধ্যে পরিপূর্ণ ঈমানদার সে-ই, যার চরিত্র সবার থেকে উন্নত। কাজেই আক্বীদা ঠিক হয়ে গেলে, চরিত্রও ঠিক হয়ে যায়। কেননা, আক্বীদাই মানুষকে সততা, বদান্যতা, ধৈর্যশীলতা এবং সহিকতার মত মহৎ চরিত্রের উপর উদ্বুদ্ধ করে। অনুরূপ মিথ্যাচার, কৃপণতা, ক্রোধ এবং মূর্খতা ইত্যাদি মন্দ চরিত্র থেকে তাকে বাধা প্রদান করে।

২। দুআ করাঃ দুআ বড় এক উন্মুক্ত দরজা। যখনই বান্দার জন্য এ দরজা খুলে দেওয়া হয়, তখনই অজস্র কল্যাণ ও বরকত ক্রমাগতভাবে এই দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে থাকে। কাজেই যে ব্যক্তি উত্তম চরিত্রে চরিত্রবান হতে এবং নোংরা চরিত্র থেকে বাঁচতে আগ্রহী, সে যেন তার প্রতিপালকের শরণাপন্ন হয়। তিনি তাকে সচ্চরিত্র অর্জনের তৌফীক দিবেন এবং অসৎচরিত্র থেকে তাকে রক্ষা করবেন। সর্ব ক্ষেত্রেই দুআ বড় উপকারী। এই জন্যই রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কাকুতি মিনতি সহকারে তাঁর প্রতিপালকের নিকট খুব বেশি বেশি সুন্দর চরিত্র অর্জনের তৌফীক কামনা করতেন। তিনি ইস্তিফতার দুআয় বলতেন,

((اللَّهُمَّ اهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ، لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا، لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ)) [مسلم ٧٧١]

"হে আল্লাহ! তুমি আমাকে সচ্চরিত্র অর্জনের তৌফীক দান কর। তুমি ছাড়া এর তৌফীকদাতা আর কেউ নাই। আর অসৎ চরিত্রকে আমার থেকে দূরে রাখ। তুমি ব্যতীত তা কেউ দূর করতে পারে না।" (মুসলিম)

৩। শ্রম-সাধনাঃ শ্রম-সাধনা মহৎচরিত্র গঠনের ব্যাপারে বহু সুফল দেয়। তাই যে ব্যক্তি উত্তম নৈতিকতা লাভের জন্য এবং নোংরা চরিত্র থেকে বাঁচার জন্য স্বীয় নাফসের সহিত জিহাদ করে, সে বহু কল্যাণ সঞ্চয় করতে ও অনেক অপ্রীতিকর জিনিস থেকে নিষ্কৃতি পেতে সক্ষম হয়। কেননা, চরিত্রের ব্যাপারটা হল, তা জন্মগতও হয়। আবার অভ্যাস ও কর্মের মাধ্যমে সঞ্চিতও হয়। আর নাফসের সাথে জিহাদ করার অর্থ এই নয় যে, একবার, দু'বার, অথবা ততোধিকবার করবে। বরং মরণ পর্যন্ত নাফসের সাথে জিহাদ করতে থাকবে। কারণ, নাফসের সাথে জিহাদ করা আল্লাহ তাআ'লার ইবাদত। তিনি বলেন,

﴿ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ﴾ [الحجر ٩٩]

"আর তোমার মৃত্যু উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত তুমি তোমার প্রতিপালকের ইবাদত করো।" (সূরা হিজর ৯৯)

৪। আত্মসমালোচনা করাঃ আর এটা হবে কোনো অন্যায়-অনাচার কাজের জন্য নাফসকে তিরস্কার করে এবং আগামীতে উক্ত কাজ না করার উপর তাকে বাধ্য করে।

৫। মহৎচরিত্রের দ্বারা অর্জিত সুফলের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করাঃ কাজের সুফল সম্পর্কে জানলে এবং তার সুন্দর পরিণামের কথা স্মরণে

রাখলে, তা সেই কাজ করতে ও তার জন্য প্রচেষ্টা করতে বড় মাধ্যম সাব্যস্ত হয়।

৬। অসৎচরিত্রের পরিণাম সম্পর্কে ভাবাঃ যে জঘন্য চরিত্র সব সময়ের জন্য অনুতাপ, দুশ্চিন্তা, আক্ষেপ-অনুশোচনা এবং মানুষের অন্তরে ঘৃণা জন্ম দেয়, সে সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা।

৭। নাফসের সংশোধনের ব্যাপারে নৈরাশ না হওয়াঃ মুসলিমের হতাশ হওয়া কখনই উচিত নয়। বরং তার উচিত হবে স্বীয় পরিকল্পনাকে সুদৃঢ় করা এবং নাফস থেকে দোষণীয় জিনিসকে দূরীভূত ক'রে তাকে পরিপূর্ণ করতে প্রচেষ্টা করা।

৮। সহাস্য হতে চেষ্টা করা এবং বিরক্তিভাব প্রকাশ না করাঃ কোনো মানুষের তার মুসলিম ভায়ের সামনে স্নিগ্ধ হাসা তার জন্য সাদক্বায় পরিণত হয় এবং তাতে সে নেকী পায়। নবী করীম-ﷺ-বলেছেন,

((تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ)) [رواه الترمذي]

"তোমার ভায়ের সামনে মুচকি হাসা তোমার জন্য সাদক্বায় পরিণত হয়।" (তিরমিযী, হাদীসটি সহীহ) তিনি আরো বলেন,

((لَا تَحْقِرَنَّ مِنْ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ)) [مسلم]

"কোনো সৎ কাজকে অবজ্ঞা করো না, যদিও তা তোমার ভায়ের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাৎ করার কাজ হয়।" (মুসলিম ২৬২৬)

৯। দৃষ্টি নত রাখাঃ দেখেও না দেখার ভান করা। আর এটা হলো,

বড় ও মহান ব্যক্তিদের চরিত্র বিশেষ। এ গুণ দু'টি প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসা সৃষ্টি করতে ও তা অব্যাহত রাখতে এবং শত্রুতাকে দমন করতে সাহায্য করে।

১০। ধৈর্যশীলতাঃ ধৈর্যশীলতা হলো অতি মহান চরিত্র। এটা জ্ঞানী ব্যক্তিদের বিশেষ গুণ। আর ধৈর্যশীলতা হলো, উত্তেজিত ক্রোধের সময় নিজেকে সংযত (Control) রাখা। তবে ধৈর্যশীলতার অর্থ এই নয় যে, ধৈর্যশীল ব্যক্তি কখনো রাগান্বিত হবে না। বরং এর অর্থ হলো, রাগ সৃষ্টিকারী কারণের জন্য উত্তেজিত হয়ে উঠলে, নিজেকে সংযত (Control) রাখবে। মানুষ যখন ধৈর্যশীলতার গুণে গুণান্বিত হয়, তখন তার বন্ধুর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। তার শত্রুর সংখ্যা কমে যায় এবং তার মর্যাদা-সম্মান বর্ধিত হয়।

১১। মূর্খ জাহেলদের থেকে দূরে সরে থাকাঃ যে ব্যক্তি মূর্খদের থেকে দূরে থাকে, সে তার সম্মান বাঁচিয়ে নেয়। তার আত্মা প্রশান্তি লাভ করে এবং কষ্টদায়ক জিনিস শুনা থেকে সে নিষ্কৃতি পায়। আল্লাহ তাআ'লা বলেন,

﴿ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴾ [الأعراف ١٩٩]

"তুমি ক্ষমাশীলতার নীতি অবলম্বন করো, সৎকাজের নির্দেশ দাও এবং মূর্খদেরকে এড়িয়ে চলো।" (সূরা আ'রাফ ১৯৯) কটুবাক্য ও গালাগালি করা থেকে বিরত থাকা।

১২। দুঃখ কষ্ট ভুলে যাওয়াঃ কারো দ্বারা তুমি কষ্ট পেয়ে থাকলে, তা ভুলে যাও। যাতে তোমার অন্তর তার জন্য পরিষ্কার হয়ে যায়। তাকে অপরিচিত ভাববে না। কেননা, যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইদের কর্তৃক প্রদত্ত কষ্টকে মনে রাখে, তাদের জন্য তার ভালবাসা স্বচ্ছ হয় না। অনুরূপ যে ব্যক্তি তার সাথে মানুষের কৃত দুর্ব্যবহারকে স্মরণে রাখে, তাদের সাথে তার বসবাস তৃপ্তিকর হয় না। অতএব ভুলে যাও, যত ভুলে যাওয়া তোমার পক্ষে সম্ভব।

১৩। ক্ষমা ও মার্জনা করা, মন্দ কাজের মোকাবেলায় অনুগ্রহ করাঃ এটা উচ্চ মর্যাদা লাভের মাধ্যম। এতে প্রশান্তিও লাভ হয় এবং প্রতিশোধ নেওয়ার পরিবর্তে অন্তরে ক্ষমার প্রেরণাও সৃষ্টি হয়।

১৪। দানশীল হওয়াঃ এটা প্রশংসনীয় অভ্যাস। যেমন কৃপণতা হলো নিন্দনীয় অভ্যাস। দানশীলতা ভালবাসা টেনে আনে ও শত্রুতা দূর ক'রে সুন্দর প্রশংসা অর্জন করে এবং দোষসমূহ ও খারাপ কাজগুলোকে ঢেকে দেয়।

১৫। মহান আল্লাহর নিকট নেকীর আশা করাঃ মহৎচরিত্র অর্জনে সাহায্যকারী মাধ্যমসমূহের সুমহান মাধ্যম। এটা ধৈর্য ধরার উপর, শ্রম-সাধনা করার উপর এবং মানুষ কর্তৃক প্রদত্ত কষ্ট সহ্য করার উপর সহযোগিতা করে। সুতরাং যখন সে নিশ্চিত হবে যে, আল্লাহ তাকে তার উত্তম চরিত্রের এবং নাফসের সাথে জিহাদ করার প্রতিদান দিবেন,

তখন সে উত্তম চরিত্র অর্জনের প্রতি আগ্রহী হবে। আর তখন এ পথে প্রত্যেক দুরূহ কাজ তার জন্য সহজ হয়ে যাবে।

১৬। ক্রোধান্বিত হওয়া থেকে বাঁচা। ক্রোধ হলো, অন্তরে প্রজ্বলিত এমন অগ্নিচূর্ণ, যা মানুষকে আক্রমণ করার প্রতি এবং প্রতিশোধ নেওয়ার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। কাজেই মানুষ যদি ক্রোধের সময় নিজেকে সংযত (Control) রাখতে পারে, তাহলে সে স্বীয় মর্যাদা-সম্মান সুরক্ষিত রাখতে সক্ষম হবে এবং অজুহাত পেশ করা ও অনুতপ্ত হওয়া থেকে বেঁচে যাবে। আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর কাছে এসে বললো,

يَا رَسُوْلَ اللهِ! أَوْصِنِي، فَقَالَ: لَا تَغْضَبْ، فَرَدَّدَ مِرَارًا، قَالَ لَا تَغْضَبْ))

[رواه البخاري ٦١١٦]

হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে উপদেশ দিন। তিনি বললেন, "রাগ করো না।" সে ব্যক্তি কয়েকবার একই কথার পুনরাবৃত্তি করলো, আর রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বললেন, "রাগ করো না।" (বুখারী ৬১১৬)

১৭। উদ্দেশ্যমূলক নসীহত এবং সংশোধনমূলক প্রতিবাদ গ্রহণ করাঃ তাই তার মধ্যে বিদ্যমান দোষ সম্পর্কে সতর্ক করা হলে, তা মেনে নিয়ে তা থেকে বিরত থাকা তার উপর অপরিহার্য। কেননা, নাফসের মধ্যে বিদ্যমান দোষ থেকে উদাসীন হয়ে তার সংশোধন সম্ভব নয়।

১৮। মানুষের উপর অর্পিত দায়িত্বকে পরিপূর্ণরূপে পালন করাঃ এতে সে নিজেকে তিরস্কার, ভৎসনা ও অজুহাত পেশ করা থেকে বাঁচিয়ে নেবে।

২৯। ভুল স্বীকার করা ও তা বৈধ মনে না করাঃ এটা মহৎচরিত্রের নিদর্শন। তাছাড়া এর দ্বারা সে নিজেকে মিথ্যা থেকে বাঁচাতে পারবে। অতএব ত্রুটি স্বীকার করা যার গুণ হয়, তার মর্যাদা বৃদ্ধি হয়।

২০। সত্যতাকে আঁকড়ে ধরে থাকাঃ সত্যবাদিতার প্রসংশনীয় প্রভাব রয়েছে। সত্যবাদিতার গুণে মানুষের মর্যাদা-সম্মান বৃদ্ধি পায়। সত্যবাদীকে সত্যতা মিথ্যার অপবিত্রতা থেকে, অন্তরের গ্লানি থেকে এবং অজুহাত পেশ করার লাঞ্ছনা থেকে মুক্তি দেয়। আর তাকে মানুষের নোংরা ব্যবহার থেকে এবং তার বিশ্বস্ততা যাতে লোপ না পায়, তা থেকে রক্ষা করে। অনুরূপ সে সম্মান, নির্ভীকতা এবং বিশ্বস্ততা লাভ করে।

২১। কেউ কোন ভুল করলে তাকে বেশি তিরস্কার না করাঃ খুব বেশি তিরস্কার করা রাগের জন্ম দেয়, শত্রুতা সৃষ্টি করে এবং তাকে কষ্টদায়ক জিনিস শুনতে বাধ্য করে। তাই জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি ছোট-বড় প্রত্যেক ভুলের কারণে তার ভাইদের তিরস্কার করে না। বরং তাদের জন্য অজুহাত খোঁজে। অতঃপর যদি তিরস্কারের যোগ্য কোন কিছু পায়, তাহলে কোমল ও নরমভাবে তাকে বুঝায়।

২২। সৎচরিত্রবান লোকদর সঙ্গ গ্রহণ করাঃ এটা এমন একটি বিষয়, যা মানুষকে উন্নত চরিত্রের উপর গড়ে তোলে এবং উত্তম চরিত্রকে তার মধ্যে পাকাপোক্ত করে দেয়।

২৩। কথোপকথন ও মজলিসের আদবের খেয়াল রাখাঃ এ ব্যাপারে যেসব আদবের খেয়াল রাখতে হয়, তা হলো, কেউ কথা বললে,

তার কথা মন দিয়ে শোনা। তার কথা কাটা থেকে বিরত থাকা। তাকে মিথ্যুক সাব্যস্ত না করা। তার কথাকে হালকা মনে না ভাবা এবং তার কথা পূর্ণ হওয়ার আগে উঠে না যাওয়া। প্রবেশ করার সময় এবং বের হওয়ার সময় সালাম করা। মজলিসে স্থান প্রশস্ত করা। কোন মানুষকে তার স্থান থেকে উঠিয়ে সেখানে না বসা। অনুমতি ব্যতীত দুই ব্যক্তির মধ্যে বসে তাদেরকে পৃথক না করা এবং তৃতীয়জনকে বাদ দিয়ে দু'জনে কথা না বলা ইত্যাদি সবই উক্ত আদবের আওতায় পড়ে।

২৪। নবী জীবনী সম্পর্কে সর্বদা পড়াশুনা করাঃ কারণ, নবী জীবনী পাঠকের সামনে মানবতার এক চিত্র এবং মানব জীবনের জন্য হেদায়াত ও নৈতিকতার এক পরিপূর্ণ নকশা পেশ করবে।

২৫। সাহাবীদের জীবনী সম্পর্কেও আলোচনা করাঃ

২৬। আখলাক ও চরিত্রের উপর লিখিত বই-পুস্তক পড়াঃ কারণ, তা মানুষকে উত্তম চরিত্র অর্জনের উপর উৎসাহ দান করবে। আর সুন্দর চরিত্রের ফযীলতের কথার স্মরণ করে দেবে এবং তা অর্জন করতে সাহায্য করবে। অনুরূপ নোংরা চরিত্র থেকে তাকে সতর্ক করা সহ তার মন্দ পরিণাম তার সামনে উদ্ভাসিত করে দিবে এবং তা থেকে মুক্তির পথও বলে দিবে।

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়
৩	ইসলামী নৈতিকতা
৯	সুন্দর চরিত্রের নিদর্শন
১১	রাসূল-ﷺ-এর চরিত্র
১৪	সত্যবাদিতা
১৬	আমানত
১৮	নম্রতার পরিচয়
১৯	লজ্জাবোধ
২০	মন্দ চরিত্র
২০	যুলুম করা
২৩	হিংসা
২৪	ধোঁকা দেওয়া
২৫	অহঙ্কার
২৫	সুন্দর চরিত্র গঠনে সাহায্যকারী কতিপয় উপায়
২৬	আক্বীদা শুদ্ধ করণ
২৭	শ্রম-সাধনা
২৭	আত্মসমালোচনা করাঃ
২৯	ধৈর্যশীলতা
২৯	মূর্খদেরেকে এড়িয়ে চলা
৩১	ক্রোধা দমন করা
৩৩	নবী জীবনী সম্পর্কে সর্বদা পড়াশুনা করা
৩৩	সাহাবীদের জীবনী সম্পর্কেও আলোচনা করা